১.০ না-বাচক جملة اسمية [Negating a جملة اسمية]

১.১ সূচনা

আরবীতে অনেক ভাবে "না" বলা যায়। প্রত্যেকটি পদ্ধতি'র একটি মানসই প্রেক্ষাপট রয়েছে। সাধারণ আরবীকে কিছু "না-বোধক" ফর্ম একই রকম উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার করা যায় মনে হলেও ক্লাসিক্যাল আরবীতে এর বিভিন্ন সংজ্ঞা বা জ্ঞাত্যর্থ রয়েছে। কুরআনীয় আরবীতে এই সব সংজ্ঞা/জ্ঞাত্যর্থ গুলো খুবই মূল্যবান যা সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুধাবনে প্রয়োজন হয়ে পরে, অথচ সাধারণ বর্তমান কথ্য এবং লিখিত আরবীতে এইসব ভাব প্রায়ই হারিয়ে গিয়েছে।

১.২ শ্রেণীগত অস্বীকৃতি [Categorical Negation] لا نافية لجنس

ইতিপূর্বে কোর্স ১ এ **اسم** হালকা হওয়ার আলোচনায় "শ্রেণীগত অস্বীকৃতি"র বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। শ্রেণীগত অস্বীকৃতি হলো, হাঁ হবার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ পরম "না" [absolute NO]। কোনো ভাবেই "হাঁ" নয় যতক্ষণ না পরিস্কার ভাবে "হাঁ" হবার ক্ষেত্র বা শ্রেণী সাথে বর্ণিত হয়েছে।

যে **اسم** টির ব্যাপারে শ্রেণীগত অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হচ্ছে, তাকে হতে হবে:

[১] **مُفْرَدٌ** একবচন [২] **غَيرِ مُنَوَّنٍ** হালকা/তানভীন ছাড়া [৩] **نَكِرَةٌ** অনির্দিষ্ট [৪] **مَنْصُوبٌ** নসব।
এই গঠনটি কুরআন মজিদে অনেকবার এসেছে। নিচে একটি ইরাব সহ উদহারণ দেয়া হলো:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ২:২৫৬ ধর্মে কোনই জবরদস্তি নেই,

لَا إِكْرَاهَ: مبتدأ. لا: نافية لجنس. إكراه: اسم "لا". فِي الدِّينِ: جار و مجرور متعلق بالخبر

অনুশীলন: কুরআন থেকে ৫টি **لا نافية لجنس** এর উদহারণ খুঁজে বের করুণ।

১.৩ কিভাবে বলা হয় "এটি না" [How to Say "is not"]

একটি সাধারণ **جملة اسمية** তে অনেক ভাবে "এটি না" বলা যায়। একটি উদহারণ দেখা যাক।

الرَّجُلُ مَوْجُودٌ في البَيْتِ মানুষটি বাড়ীটি'র মধ্যে উপস্থিত। [The man is present in the house]

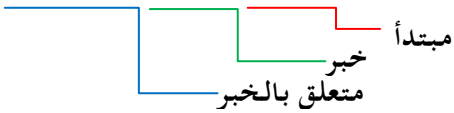

উপরের বাক্যটির না-বোধক বাক্য হতে পারে:

لا الرَّجُلُ مَوْجُودًا في البَيْتِ

لَيْسَ الرَّجُلُ مَوْجُودًا في البَيْتِ

لَيْسَ الرَّجُلُ بِمَوْجُودٍ في البَيْتِ

ما الرَّجُلُ مَوْجُودًا في البَيْتِ

ما الرَّجُلُ بِمَوْجُودٍ في البَيْتِ

- যখন **لا**, **ما** অথবা **ليس** দিয়ে না-বোধক করা হয়েছে তখন **خبر** কে **نصب** করা হয়েছে।

- **ما** এর ব্যবহার সবচেয়ে শক্তিশালী না-বোধক অভিব্যক্তি, কারণ এর অর্থের মধ্যে না-বোধক এর পাশাপাশি "খন্ডন/অপ্রমাণ/মিথ্যা বা ভ্রান্তির প্রমান" [refutation] এর অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে।
- **ما** এবং **ليس** ব্যবহার করার সময় যখন অতিরিক্ত জোর [Emphasis] দেয়া হচ্ছে তখন খবর এর সাথে একটি অতিরিক্ত **ب** ব্যবহৃত হয়। এই অতিরিক্ত **ب** কে "**باء زِائِدَة**" বলা হয়ে থাকে। এই **باء زِائِدَة** সম্পন্ন বাক্যাংশটি কে **متعلق بالخبر** হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, এটিকে তখনও **خبر** বলা হয়ে থাকে।
  - নোট: আরবীতে **زِائِدَة** শব্দের অর্থ "অতিরিক্ত"। যা হউক ব্যাকরনিক পরিভাষা **باء زِائِدَة** মানে এই নয় যে **ب** এর কোনো অর্থ নেই অথবা এটির কোনো ব্যবহার নেই। বরং এটি না-বোধক অভিব্যক্তিতে জোরালোকরণ এবং শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

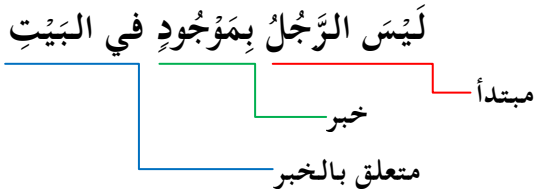

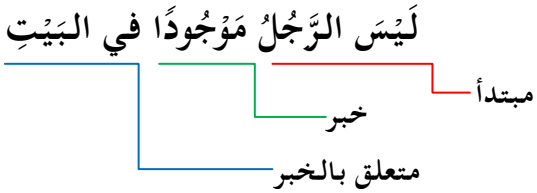

কুরআন থেকে উদহারণ:

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّـهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ৩:১১৩ তারা সবাই এক রকমের নয়। গ্রন্থপ্রাপ্তদের মধ্যে একদল আছে নিষ্ঠাবান, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী রাত্রিকালে পাঠ করে, আর তারা সিজদা করে।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّـهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ৩:১৮২ "এ তার জন্য যা তোমাদের নিজ হাত আগ বাড়িয়েছে, আর যেহেতু আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জালিম নন।' '

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ৫৮:২ তোমাদের মধ্যের যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে 'যিহার' করে, -- তারা তাদের মা নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ২:৮ আর মানুষের মাঝে কেউ-কেউ বলে থাকে -- "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছি", অথচ তারা মুমিনদের মধ্যে নয়।

উপরের আয়াতটিতে না বোধক বাক্যটি সম্ভাব্য সর্বোচ্চভাবে নাকচ এবং বাতিল করেছে এর আগে যে বাক্যটি এসেছে তার ব্যাপারে। মানুষ (মুনাফেকরা) বলে যে তারা বিশ্বাসী, এবং আল্লাহ্ জোরালোভাবে তাদের এই দাবী নাকচ করে দিয়েছেন।

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলো'র ইরাব বিশ্লেষণ করুন:

أَلَيْسَ اللَّـهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ৬:৫৩ আল্লাহ্ কি ভালো জানেন না কৃতজ্ঞদের?

مَا هَـٰذَا بَشَرًا ১২:৩১ এ তো মানুষ নয়,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ৯৫:৮ আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ১১:৮১ ভোরবেলা কি আসন্ন নয়?''

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ১১:৫৩ তারা বললে - - "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আন নি, আর তোমার কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি না, আর তোমার প্রতি আমরা বিশ্বাসীও নই।

১.8 কিভাবে বলা হয় “এমনকি একটিও না” [How to Say “not even a single”]

আরবীতে مِنْ এর সাথে ما অথবা إِنْ ব্যবহারের মাধ্যমে “এমনকি একটিও না” অভিব্যক্তিটি প্রকাশ কর হয়। এখানে مِنْ কে مِنْ زائدة হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ যদি مِنْ কে অপসারণ করা হয় তাহলেও ব্যাকরনিকভাবে বাক্যটি সম্পূর্ণ থাকে। কুরআন থেকে কিছু উদহারণ দেখা যাক:

وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا اللَّـهُ ৩:৬২ আর আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

مبتدأ — خبر

ইরাব: ما: نافية مِنْ: حرف التأكيد إلـٰهٍ: اسم مجرور للتعظيم لفظًا مرفوع محلًّا على أنه مبتدأ. إِلَّا: أداة الحصر. اللهُ: لفظ الجلالة خبر.

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ১৫:২১ আর এমন কোনো-কিছু নেই যার ভান্ডার আমাদের কাছে নয়,

ইরাব: وَ: إستئنافية. إنْ: نافية بمعنى "ما" . مِّنْ: زائدة للتأكيد. شَيْءٍ:مجرور لفظا و مرفوع محلًّا على أنَّه مبتدأ. إِلَّا: أداة الحصر. عِندَنَا خَزَائِنُهُ: جملة اسمية في محل رفع خبر "شيء"

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ১১:৬ আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার ভার আল্লাহ্‌র উপরে নয়, আর তিনিই জানেন তার বাসস্থান ও তার বিশ্রামস্থল। সবই আছে এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে।

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ১৯:৭১ আর তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে সেখানে না আসবে, -- এটি তোমার প্রভুর জন্যে এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

১.৪.১ باء زائِدَة এবং من زائدة সংক্রান্ত অতিরিক্ত কিছু নোট

আরবীতে দুটি **حرف جر** রয়েছে যেগুলো মাঝেমাঝে জোরাল ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়: **باء**(যা ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে) এবং **مِن** । যখন এগুলোকে জোরালো ভাব প্রকাশে ব্যবহার করা হয় তখন এগুলোকে **زائِدَة** (অতিরিক্ত) বলা হয়। বোঝার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ন যে **زائِدَة** একটি ব্যাকরনিক পরিভাষা যা নির্দেশ করে যে বাক্যটি **حرف** ছাড়াই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কুরআনে **حرف** টি অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহারযোগ্য অথবা বাক্যের অর্থের উপর এর কোনো প্রভাব/ইমপ্যাক্ট নেই। **من زائدة** এবং **باء زائِدَة** মাধ্যমে যে অর্থটা প্রকাশ করা হয় তাতে গভীর/অন্তর্নিহিত প্রভাব বিস্তার করে।

না-বোধক বাক্য, নিষেধকরণ বাক্য অথবা একটি প্রশ্নবাচক বাক্যে **من زائدة** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে এটি "মোটেই" বা "এমনকি" অর্থ সংযোগ করে। কুরআন থেকে কিছু উদহারণ দেখা যাক:

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ৭: ৫৩ যারা এর আগে এটি অবহেলা করেছিল তারা বলবে -- "আমাদের প্রভুর রসূলগণ নিশ্চয়ই সত্য নিয়ে এসেছিলেন৷ আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে কি? তারা তবে আমাদের জন্য সুপারিশ করুক,

ব্যাকরণিক ভাবে বলা যেতে পারে **هل لنا شفعاءُ** যা সঠিক, এর ইরাব হবে:

مِنْ: زائدة للتوكيد. شفعاء: مجرور لفظًا مرفوع محلًّا لأنه مبتدأ مؤخر.

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ১৯:৯৮ তুমি কি তাদের মধ্যের একজনকেও দেখতে পাও ?

উপরের উদহারণে ব্যাকরণিক ভাবে বলা যেতে পারে **هل تحس منهم أحدا** যা সঠিক, এর ইরাব হবে:

مِنْ: زائدة للتوكيد. أحدا: مجرور لفظًا منصوب محلًّا.

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলোতে من زائدة সনাক্ত করুন (যদি থাকে):

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ৬:৫৯ আর গাছের এমন একটি পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ২:১০২ আর এই দুইজন কাউকে শেখায়ও নি যাতে তাদের বলতে হয় -- "আমরা এক পরীক্ষা মাত্র, অতএব অবিশ্বাস করো না।"

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ ৩৬:২৮ আর তাঁর পরে তাঁর লোকদের প্রতি আমরা আকাশ থেকে কোনো বাহিনী পাঠাই নি

১.৫ কিভাবে বলা হয় "'এক্স' হলো 'ওয়াই' ছাড়া আর কিছুই নয়" [How to Say 'X' is nothing but 'Y']

দুইভাবে বলা যায় "'এক্স' হলো 'ওয়াই' ছাড়া আর কিছুই নয়"। **مبتدأ** টি শুরু হবে হয় **إِنْ** অথবা **مَا** দিয়ে এবং **خبر** শুরু হবে **إِلَّا** দিয়ে। এই ক্ষেত্রে **إِنْ** এবং **مَا** এর শাব্দিক অর্থ "না"। আধুনিক আরবীতে এই দুই এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু ক্লাসিকাল আরবীতে **مَا** এর ব্যবহার **إِنْ** এর চেয়ে শক্তিশালী।

إِنْ (مبتدأ) + إِلَّا (خبر)

ما (مبتدأ) + إِلَّا (خبر)

ইরাবসহ উদহারণ:

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

إِنْ هُوَ: مبتدأ. إِلَّا: أداة حصر. وَحْيٌ يُوحَىٰ: خبر. يُوحَىٰ: فعل مضارع مبني للمجهول في محل رفع صفة.

কুরআন থেকে উদহারণ:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ৮১:২৭ এটি আলবৎ বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণীয় বার্তা বৈ তো নয়, - It is not except a reminder to the worlds

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ৬৮:৫২ আর এটি জগদ্বাসীর জন্য স্মারক-গ্রন্থ বৈ তো নয়। But it is not except a reminder to the worlds.

উপরের দুটি আয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?

২.০ না-বাচক جملة فعلية [Negating a جملة فعلية]

এখন **جملة فعلية** তে না-বাচক এর ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

২.১ অতীতকালে সাধারণ না-বাচক

- **ما** এবং অতীত কাল, উদহারণ: **ما ذَهَبَ** সে যায় নাই।
- **لَمْ** এবং অনাতীত কাল, উদহারণ: **لَمْ يَذْهَبْ** সে যায় নাই।
- **لا** সাধারণত ব্যবহৃত হয় না।

২.২ অনাতীতকালে (বর্তমান/ভবিষত) সাধারণ না-বাচক

ما এবং অনাতীত কাল, উদহারণ: **ما يَذْهَبُ** সে যায় না।

لا এবং অনাতীত কাল, উদহারণ: **لا يَذْهَبُ** সে যায় না।

لَنْ এবং অনাতীতকাল (ভবিষতকালে না-বোধক অর্থ নির্দেশ করে) **لَنْ يَذْهَبَ** সে যাবে না।

لَمَّا এবং অনাতীতকাল (অর্থ কে ভবিষত কালে ঠেলে দেয়) **لَمَّا يَذْهَبْ** সে এখনো যায় নাই।

কুরআন থেকে ফি'ল এর না-বাচক ব্যবহারের উদহারণ:

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ৭২:৩ 'আর তিনি, -- সুউন্নত হোক আমাদের প্রভুর মহিমা, -- তিনি কোনো সহচরী গ্রহণ করেন নি, আর না কোনো সন্তান,

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ২৫:২ তিনিই -- মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, আর সেই সাম্রাজ্যে তাঁর কোনো শরিকও নেই,

يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ২:৯ এরা চায় আল্লাহ্ ও যারা ঈমান এনেছে তারা যেন প্রতারিত হন। কিন্তু তারা প্রতারণা করছে নিজেদের ছাড়া আর কাউকে নয়, অথচ তারা বুঝতে পারছে না।

يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ৩:১৫৪ তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে-তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ২০: ৭২ তারা বললে -- "আমরা কখনই তোমাকে অধিকতর গুরুত্ব দেব না সুস্পষ্ট প্রমাণের যা আমাদের কাছে এসেছে ও যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সে-সবের উপরে,

নিচের আয়াতগুলো অনুবাদ করুন:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ৪৯:১৪ বেদুইনরা বলে -- "আমরা ঈমান এনেছি।'' তুমি বলো -- "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো নি, বরং তোমাদের বলা উচিত -- 'আমরা ইসলাম কবুল করেছি', কেননা তোমাদের অন্তরে ঈমান এখনও প্রবেশ করে নি।

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলো'র ইরাব সম্পূর্ন করুন:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ৩৬:৬৯ আর আমরা তাঁকে কবিত্ব শেখাই নি, আর তা তাঁর পক্ষে সমীচীনও নয়।

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ১৭:৯০ আর তারা বলে -- "আমরা কখনই তোমাতে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি পৃথিবী থেকে আমাদের জন্য একটি ঝরনা উৎসারণ করো

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ২:৩৩ "আমি কি তোমাদের বলি নি যে আমি নিশ্চয়ই মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রহস্যসব জানি?

২.৩ আরো না-বাচক

جملة فعلية তে আরো কিছু না-বাচক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় যা বক্তব্যের মধ্যে জোরালো ভাব প্রকাশ করে থাকে। এগুলো'র মধ্যে অনেকগুলো **جملة اسمية** তে ব্যবহারের পদ্ধতি'র অনুরূপ, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৩.১ ما এর সাথে إِلَّا এর ব্যবহার

جملة اسمية এর মতো **ما** কে **إِلَّا**'র সাথে ব্যবহার করা যায় "nothing but বা "শুধুমাত্র" অর্থ নির্দেশ করার জন্য। এটিকে **فعل ماض** অথবা **فعل مضارع** এর সাথে ব্যবহার করা যায়।

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলোতে ما + إِلَّا সম্বলিত না-বোধক অংশটির নিচে দাগ দিন, আরবী এবং অনুবাদেও:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ১৭:৮৫ আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে রূহ সম্পর্কে। বলো -- "রূহ আমার প্রভুর নির্দেশাধীন, আর তোমাদের তো জ্ঞানভান্ডারের সৎসামান্য বৈ দেওয়া হয় নি।''

وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّـهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ২:২৭২ আর ভালো জিনিসের যা-কিছু তোমরা খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য, আর তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছাড়া খরচ করো না। আর ভালো যা-কিছু তোমরা খরচ কর তা তোমাদের পুরোপুরি প্রদান করা হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২.৩.২ إن এর সাথে إِلَّا এর ব্যবহার

এই গঠনে **ما** এর জায়গায় **إن** হরফ ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে যখন **إن** ব্যবহার হয় তখন **فعل مضارع** এর উপর এর কোনো প্রভাব পড়ে না, অর্থাৎ এটি **مجروم** হয় না। কারণ **إن** এখানে **ما نافية** হিসেবে কাজ করছে। ইরাব সহ উদহারণ দেখা যাক:

إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ১৮:৫ তারা যা বলে তা মিথ্যা বৈ তো নয়।

إِنْ:نافية غير عاملة بمعنى "ما". يَقُولُونَ: فعل مضارع مرفوع فاعله "هم". إِلَّا: أداة الحصر. كَذِبًا: مفعول به.

অনুশীলন: নিচের আয়াতগুলোর ইরাব সম্পূর্ন করুন:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ৪:১১৭ তারা তো আহ্বান করে তাঁর পরিবর্তে শুধু নারী-মূর্তিদের, আর তারা তো আহ্বান করে শুধু বিদ্রোহী শয়তানকে, --

قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ২৩:১১৪ তিনি বলবেন -- "তোমরা মাত্র অল্পকালই অবস্থান করেছিলে

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ৬:১১৬ তারা তো শুধু অসার বিষয়ের অনুসরণ করে, আর তারা তো শুধু আন্দাজের উপরেই চলে।